

Rs. 2.00

PRABINBARTA

প্রবীণবর্তা

MONTHLY

মূল্য : ২ টাকা

মাসিক

Vol : XIII Issue : III, 15th, June, 2023 ১লা আষাঢ়, ১৪৩০, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

এই মাসটা শুরুই হয়েছে এক ভয়াবহ বিপর্যয়কে সামনে রেখে। ২ জুন, মধ্যরাতে উড়িষ্যার বাহানাগা বাজার স্টেশনের কাছে চেন্নাইগামী করমন্ডল এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রায় তিন শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয় এবং এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ। দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ে চাপানউতোর চলছে, সি বি আই নিযুক্ত হয়েছে। এদিকে রানী সাহেবা ব্যস্ত অতীত রোমন্থনে। যে মা তার সন্তান হারিয়েছে, যে স্ত্রী তার প্রিয়জনকে হারিয়েছে, যে স্বামী জীবন সঙ্গিনীকে হারালো তাদের কাছে এইগুলো কি অর্থ বয়ে আনবে জানিনা! শুধু জানি, লক্ষাধিক পদে শূন্যতার দরুন রেলওয়ের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। এই গাফিলতির দায় কার?

১৫ জুন বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ প্রতিকার দিবস। জীবন সায়াহ্নে শুধু আর্থিক বা শারীরিক সংকট নয়, মানসিক নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়। ডিমেনশিয়ার মতো বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত প্রবীণ-প্রবীণারা পরিবারের আপন সদস্যদের কাছে উপহাসপ্রদ হন। বুড়ো ভাম, বাহাদুরে বুড়ো বা খিটখিটে বুড়ি—এই সকল সম্ভাষণ আমাদের অতি পরিচিত। এছাড়া পথে-ঘাটে, বাজারে-ব্যাংকে ভুলে গেলে বা একাধিকবার টাকা গুনলে বা প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে বয়স্কদের ভাগ্যে জোটে অবহেলা এবং উপহাস। খাস কলকাতা শহরেই যদি বন্ধ ঘরে প্রবীণের পচনধরা লাশ পাওয়া যায় তবে অন্যত্র কি অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমরা পশ্চিমের অনুকরণে যৌথ পরিবার থেকে অনু পরিবারে উপনীত হয়েছি, কিন্তু পাশ্চাত্যে বয়স্কদের জন্য যে সামাজিক ব্যবস্থা আছে তা গড়ে তুলিনি। সর্বত্র সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরি। আগামী ১৭ জুন, শনিবার সন্ধ্যায় বিমল চ্যাটার্জি সভাগৃহে আমরা এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। আমাদের ক্ষমতা সীমিত তবু আমরা চেষ্টা করে যাবো।

গত ১২ জুন আমাদের অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু সদস্যের আলোচনায় এবারের সভা খুব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। সভায় পেলব চ্যাটার্জি এবং গৌতম রায়চৌধুরী যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। সভাপতি, সম্পাদকসহ সকল নবনির্বাচিত সদস্যকে জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রবীণ নিগ্রহ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

অশোক রঞ্জন ধর

দেশে-বিদেশে পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় যে সমাজে যখন দুষ্কৃতি বৃদ্ধি পায় তখন সর্বত্রই ও সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী। এদের মধ্যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে অক্ষম প্রবীণরা নির্যাতিত হয় বেশি।

প্রবীণ-নিগ্রহ বলতে আমরা কি বুঝব এবং এর সংজ্ঞাই বা কি? Action on Elder Abuse ও International Network for the Prevention of Elder abuse এবিষয়ে একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। সংজ্ঞাটি হল— “a single or repeated act or lack of appropriate action, occurring within any relationship where there is an expectation of trust which causes harm or distress to an Older Person.” (একবার বা বারবার তেমন নির্যাতন তথা যথাযথ ব্যবহারে (আচরণে) ঘাটতি, যা ঘটে থাকে কোনো পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে, যেখানে আস্থা বা বিশ্বাসের প্রত্যাশা জড়িত, যা বয়স্ক মানুষের ক্ষতি বা দুর্দশার কারণ ঘটায়।)

প্রবীণ নিগ্রহকে নিম্নোক্ত রূপে ভাগ করা যায় :— (১) শারীরিক নিগ্রহ, (২) মানসিক নির্যাতন, (৩) আর্থিক নির্যাতন, (৪) উপেক্ষা, (৫) যৌন নির্যাতন।

নিগ্রহের প্রকৃতি ও ধরন বিশ্লেষণ করে সাধারণত: প্রবীণ নিগ্রহের যে যে কারণগুলি পাওয়া যায়, তা হল— (১) দারিদ্র্য, (২) সম্পত্তির অভাব, (৩) রক্ষণ আচরণ/একগুঁয়ে মনোভাব, (৪) নির্ভরশীলতা, (৫) অক্ষমতা/অসুস্থতা, (৬) সম্পত্তি হস্তান্তরে অনিচ্ছা, (৭) অন্যান্য অবস্থার চাপ। দেখা যায় যে কেবলমাত্র একটি কারণই প্রবীণদের নিগ্রহ, অপমান, তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা ও অবহেলার জন্য দায়ী নয়। তবে আর্থিক অসচ্ছলতা ও অসুস্থতার জন্য নির্ভরশীলতা নিগ্রহের অন্যতম কারণ।

বর্তমানে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রায় লীন। অণু-পরিবারের যুগ। তবু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাদের পরিবার সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গেই থাকতে চান এবং আমাদের দেশের বেশিরভাগই তাই থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই নিগ্রহকারীরা খুব কাছের মানুষ এবং প্রিয়জনই হয়। যেমন— (১) জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী, (২) পুত্র-পুত্রবধু, (৩) কন্যা-জামাতা, (৪) নাতি-নাতনি, (৫) পরিচর্যাকারী, (৬) কিছু অনাত্মীয়।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় ৭০ শতাংশ প্রবীণ তাদের পুত্র-পুত্রবধুর কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়ে থাকেন। (সূত্র - ‘দিগন্তের আলো’— লেখক প্রফুল্ল চক্রবর্তী)।

প্রবীণ নিগ্রহ সমাজে এবং গৃহের অভ্যন্তরে আছে এবং থাকবে। এই জন্য প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিরোধ করতে জন-মানসে সচেতনতা গড়ে তুলতে International Network for the Prevention of Elder Abuse ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত World Health Organisation ২০০৬ সালে ১৫ জুন দিনটিকে World

Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) অর্থাৎ “বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

আমাদের সকলের চেষ্টা হবে জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত প্রবীণদের সুন্দর ও সাবলীল করে তোলা যাতে তারা হাসিমুখে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারেন। এই বিষয়ে আমরা যে কাজগুলি করতে পারি—

১। পিতা-মাতা ও বয়স্ক নাগরিকগণের ভরণপোষণ এবং কল্যাণমূলক আইন, ২০০৭ আমাদের রাজ্যে ১২ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে চালু হয়েছে। প্রবীণ মানুষেরা যাতে এই আইনের সুযোগ নিতে পারেন সেজন্য এটির এবং তৎসঙ্গে Prevention of Domestic Violence Act এর বহুল প্রচার প্রয়োজন।

২। State Policy for Older Persons—নির্ধারণ ও গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

৩। বেসরকারি বৃদ্ধাশ্রমগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশিকা জারি করা।

৪। বিভিন্ন কারণে পর-নির্ভরশীলতা প্রবীণ নিগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণ। সেজন্য বার্ষিক্যভিত্তি সর্বজনীন করা প্রয়োজন।

৫। শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম প্রবীণদের কর্মে নিযুক্তির সুযোগের ব্যবস্থা করা।

৬। স্কুল-কলেজে শিক্ষকরা প্রবীণদের প্রতি আচরণের বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করতে পারেন।

৭। গৃহের অভ্যন্তরে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় ও ভালোবাসার হওয়া উচিত। শিশুদের শেখানো উচিত বড়োদের ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে।

৮। প্রবীণদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সুলভ ও কিছু ক্ষেত্রে বিনামূল্যে হওয়া প্রয়োজন। কতিপয় বর্ষপূর্বে সংবাদে প্রকাশিত ‘বৃদ্ধ-শ্রী’ প্রকল্পটি চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। পরিবারের মধ্যে নিগ্রহ আন্তঃ-ব্যক্তিগত বিষয় একথা অনেকেই বলে থাকেন। সেজন্য পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কেউই এই বিষয়ে কথা বলতে পারবে না— এই মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন।

১০। পারিবারিক চিকিৎসকগণ গৃহাভ্যন্তরে সংঘটিত নিপীড়ন ও অবহেলা নিবারণে কিছুটা হলেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

১১। প্রবীণদের সমস্যাগুলি নিয়ে জনমত গঠনে ও সরকারি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সংবাদ মাধ্যমগুলি (টি.ভি.সহ) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

অনেকদিন ধরে কোনো সুবিধা ভোগ করলে সেটা ক্রমে অধিকারে পরিণত হয়। যেমন, প্রবীণদের ‘রেলভাড়া ছাড়’। কোভিড অতিমারির সুযোগে রেল প্রচুর লোকসানে চলছে এই অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ‘ছাড়টুকু’ তুলে দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে রেলওয়ে লাভে চললেও আমাদের ‘অচ্ছে দিনের সরকার’ ওই ‘ছাড়টুকু’ পুনঃ প্রবর্তন করতে নারাজ। এটাও নিগ্রহ নিশ্চয়। এবং সরকারি নিগ্রহ।

তাই পরিশেষে বলি— প্রবীণ নিগ্রহ ছিল, আছে এবং থাকবেও। সেজন্য এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য World Health Organisation ডাক দিয়েছে ‘বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবসের’। দিনটি হচ্ছে ১৫ জুন। সমাজের সর্বস্তরের নবীন-প্রবীণ মানুষকে একত্রে প্রবীণ দিবসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। যাতে প্রবীণরা আনন্দে জীবনের শেষ সময়টা কাটাতে পারেন।

প্রবীণবার্তায় প্রকাশিত লেখা
এপ্রিল ২০২২ - মার্চ ২০২৩

- ১) অশোক রঞ্জন ধর : ক) প্রবীণদের পুনর্বাসনে স্বচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা, এপ্রিল ২০২২
খ) প্রবীণ নিগ্রহ সচেতনতা দিবস, জুন ২০২২
গ) স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে - হর্ ঘর তিরঙ্গা, আগস্ট ২০২২
ঘ) আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস - প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা, অক্টোবর ২০২২
ঙ) বার্ষিক্য সুখে থাকা, মার্চ ২০২৩
- ২) অভীক বসু : ক) সিমলা পাহাড়, মার্চ ২০২৩
- ৩) অমল কর : ক) গরিমাহীন কবি, মার্চ ২০২৩
- ৪) করবী লাহিড়ী : ক) চলে যাওয়া, এপ্রিল ২০২২
খ) স্বরচিত জীবনের রং - কানাডা ভ্রমণ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩
- ৫) ক্ষিতিজ দাশ : ক) মানুষের গান, নভেম্বর ২০২২
- ৬) গাজি মহম্মদ আবুবকর : ক) ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও দুটি রবীন্দ্র স্মারক ডাকটিকিটের জন্মকথা, মে ২০২২
খ) মুসলিম পরব শবেবরাত [শব-এ-বরাত], মার্চ ২০২৩
- ৭) গৌতম রায়চৌধুরী : ক) ঈশ্বরের বেশভূষা, জুলাই ২০২২
খ) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্যে, নভেম্বর ২০২২
গ) তোমার পথ চেয়ে জ্বলুক প্রদীপখানি, ডিসেম্বর ২০২২
ঘ) জয় হোক তব জয়, ডিসেম্বর ২০২২
ঙ) আমাদের ঈশ্বর নেই, মার্চ ২০২৩
- ৮) ডঃ গোবিন্দ মাইতি : ক) অসচেতনাই বিপদ ডেকে আনে, জুন ২০২২
খ) শরীর সুস্থ রাখার কয়েকটি সহজ উপায়, জানুয়ারি ২০২৩
- ৯) জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য : ক) সুরের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ, সেপ্টেম্বর ২০২২
- ১০) জয়শ্রী গুপ্ত : ক) মাতৃভাষা, মার্চ ২০২৩
- ১১) তপন কুমার দাস : ক) ব-ব-র-চি-ত, মে ২০২২
খ) ঈশ্বর কি আছে? অক্টোবর ২০২২
গ) সৃষ্টির শিল্পী কি ঈশ্বর? ডিসেম্বর ২০২২
ঘ) ঈশ্বরের কাছে মানুষের চাহিদা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩
ঙ) রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা, মার্চ ২০২৩
- ১২) দেবলীনা পাণ্ডেয়ানী (চ্যাটার্জী) : ক) মাতৃভাষার জয়, জুন ২০২২

- ১৩) প্রশান্ত কুমার ধর : ক) প্রয়াত প্রাণশংকর সাহা স্মরণে, সেপ্টেম্বর ২০২২
- ১৪) মৃণাল দত্ত : ক) অগ্নিবলয়, এপ্রিল ২০২২
খ) মে দিন, মে ২০২২
গ) মানবপ্রেমী কবি নজরুল, জুন ২০২২
ঘ) গণদেবতার শিল্পী পরিচালক - তরুণ মজুমদার, জুলাই ২০২২
ঙ) বৃদ্ধাবাসের বাবা, সেপ্টেম্বর ২০২২
চ) বয়স নিয়ে দু-চার কথা, অক্টোবর ২০২২
ছ) কপিরাইট! নভেম্বর ২০২২
জ) মাতৃমঙ্গল, মার্চ ২০২৩
- ১৫) ডাঃ মুগেন্দ্রনাথ গাঠাইত : ক) চিন্তা-ধৌতি, আগস্ট ২০২২
খ) বেথুন চর্চা-র গুরুত্ব, মার্চ ২০২৩
- ১৬) সমীর কুমার ঘোষ : ক) আমার দেখা কানাডার রেডিয়াম উষ্ণ প্রস্রবণ, এপ্রিল ২০২২ ও মে ২০২২
খ) আমার দেখা কানাডা : লেক সুইস ও কয়েকটি লেক, জুন ২০২২ ও আগস্ট ২০২২
গ) গড় পঞ্চকোট ও মধুকবি, অক্টোবর ২০২২
ঘ) একটি স্মৃতি-আজও মনকে নাড়া দেয়, জানুয়ারি ২০২৩
ঙ) পরম পবিত্র তীর্থ হিমাচলের মণিকরণে কিছুক্ষণ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ও মার্চ ২০২৩
- ১৭) ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে তানুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
স্নেহাংশু চাকদার (প্রতিবেদন) মার্চ ২০২৩
- ১৮) রণজিৎ সরকার : ক) পিতৃ দিবস, সেপ্টেম্বর ২০২২
- ১৯) রমাপ্রসন্ন দত্ত : ক) সেই মেয়েটি, ডিসেম্বর ২০২২
- ২০) রামরমণ ভট্টাচার্য : ক) পুরোনো চালে পোকাও লাগে, ডিসেম্বর ২০২২ [পুনর্মুদ্রিত]

পাঠক-পাঠিকা, সভ্য-সভ্যাদের গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা লিখে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। লেখাটি মৌলিক হতে হবে। কাগজের এক পিঠে লিখবেন, প্রতিলিপি রাখবেন। প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

সম্পাদক

১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ - ২০২৪ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সখ্য

মৃণাল দত্ত

এ গল্পটি না লিখলেই হতো, কারণ যাকে নিয়ে গল্প সে আমার ন্যাংটো কালের বন্ধু সমীরণ। প্রথমত: সমীরণ ছোট থেকেই বিদ্যালোভে আগ্রহী, ভালো ছাত্র, ক্লাসে প্রথম/দ্বিতীয় হয় আর আমি ‘টায়েরটুয়ে ম্যাট্রিক’। সুতরাং পাঠকবন্ধুরা বুঝতেই পারছেন লেখায় অনেকখানি ঈর্ষা জড়িয়ে থাকতে পারে। প্রথমেই সঙ্গে প্রায় ফেলটুর দ্বৈরথ।

তবে মহাশয়বৃন্দ, বিষয়টি আমার একার নয়, আমাদের সকলের। মানে এই সমাজের। কথাটি হল শিক্ষক নিয়োগে অপরিসীম টাকার লেনদেন। সংবাদপত্রে টি.ভি.তে নিত্য নতুন সংবাদ। শুনেছি TV-র চ্যানেলগুলি, কে কার আগে সর্বশেষ সংবাদ সম্প্রচার করে তাদের TRP বাড়াতে তার প্রতিযোগিতায় চোর-পুলিশ খেলা চলছে। কেউ কেউ বিচারকের নামে পোস্টারিং করছে— সমস্তই বিচারক সাহেবের প্রশংসা। আবার কেউ কেউ বিচারকের নামে মামলা ঠুকছেন— তাদের ঘোষণা তারা সকলেই নির্দোষ— মিথ্যা মামলায় জড়ানো হচ্ছে যা নাকি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। এমন অবস্থা হয়েছে যে, অফিস আদালতে, চায়ের আসরে, বাজারহাটে শুধু ছিছিঙ্কার।

এসবে আমার ভূমিকা একেবারেই নগণ্য। বেসরকারি অফিসের চাকরি— নত শিরে বড়বাবুদের আজ্ঞা পালন করাতেই আমার সমূহ আনন্দ। বাড়িতে আমি পত্নীর আজ্ঞাবহ, দাসানুদাস। আসলে ওই মিথ্যা— বিদ্যা অর্জনের গাফিলতিতে আমার নুজ দেহ কুজ দেহ। চিরকালই পিছনের সারিতে আমাদের মতো বিদ্যাহীন প্রাণীদের অবস্থান।

এবার পড়ালেখায় সফল, শিক্ষকতায় সফল সমীরণের কাছে যাবো। না চাকরি-বাকরির উমেদারি করতে নয়— একেবারে নির্ভেজাল গল্প করা— অতীতের আর বর্তমানের। অনেক দিন যাচ্ছি না— ওর সুহাসিনী স্ত্রীর মুখ ঝামটা আর চা দুইই সুমধুর। আমি যাদবপুরে থাকি আর সমীরণরা থাকে শ্যামবাজারে। দূরত্ব মিত্রদের বেলায় কয়েক মিনিটের আবার অপছন্দ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবধান এক সাহারা। স্ত্রীর অনুমতি পেয়ে রবিবার পানসি ভাসালাম সঙ্গে রসমাধুরির লালচে ল্যাংচা। পৌছে দরজায় টোকা দিলাম, চৈচালাম, কিরে শালা, বাইরে আয়। পাজামা পাঞ্জাবী পরা সমীরণ সহাস্য মুখে বরণ করে নিলো। পিঠে এক চাপড় দিয়ে বলে হারামজাদা এখনো রসের ঘাটতি নেই।

আমার জানা ছিলো না সমীরণ পাড়ার রাজনৈতিক নেতা হয়েছে। বিদ্বান মানুষ যেখানেই যায় ফুল ছড়াতে ছড়াতে যায়। একথা-সেকথা, অকথা-সুকথা এবং অবশ্যই অবধারিতভাবে এলো শিক্ষা নিয়োগের দুর্নীতি প্রসঙ্গ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খাটের নীচে, বাথরুমে, কমোডে, কিভাবে কার কাছে সেসব এখন আদালতের আঙিনায়। সমীরণকে বলি, ‘কি রে কিছু বল’। ‘কি বলবো বল, আমি তো বেশ কিছু টাকার ভাগ পেয়েছি,

এখন সেসব সামলাতে স্ত্রীর নামে শাশুড়ির নামে শালীর নামে যত্নযত্ন টাকা ছড়িয়ে রেখেছি। ভয় হয় কবে না ধরা পড়ে মান মর্যাদা হারাই।' এতই যদি বুকিস তবে নিলি কেন?' সেসব তুই বুঝবি না, এ যে এতবড় চক্রান্ত তা বুঝতেই পারিনি। হাত তুলে দেবো তারও উপায় নেই। ষড়যন্ত্রের পাকে বাঁধা পড়েছি, বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি বলি, 'সাবধানে থাক। দেখছি, আমরা ছোটরাই বেশ আছি— সেই দুর্বা ঘাসের মতো সবাই মাড়িয়ে যায় মাথা তোলার কোন ক্ষমতাই নেই— না টাকায় না সম্মানে।' সমীরণ বিনয়ের সঙ্গেই বলে, 'ঠিকই বলেছিস। তবে টাকার নেশা যে আতো সর্বনাশা তা বুঝতে বুঝতেই সর্বনাশের মাথায় পা দিয়ে ফেলেছি। এখন আপশোষ, গভীর আপশোষ।'

সমীরণের গলায় তেজ নেই, বিমর্ষ বিনীত তার কথা। আমার বুকে যেন একটা ব্যথা চিনচিনিয়ে উঠছে। এই সমীরণ আমার ছোটবেলার বন্ধু। এখন তার পাশে থাকার চিন্তাই মাথায় আসছে না। বলি, এবার যাই, সাবধানে থাকিস।

সমীরণের স্ত্রী আরেক পেয়ালা চা নিয়ে এসেছে। সুবাসিত চা, নিলাম। পান করলাম— সে চা যেমন তিস্ত, তেমনি কষায়।

যোশেফ সাহেবের কবর

সুচন্দন ব্যানার্জী

[বিজ্ঞপ্তি:- এই গল্পের স্থান, কাল, পাত্র এবং সমস্ত ঘটনাবলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যদি কোনও ব্যক্তি, জীবিত

এবং মৃত, তার সাথে কোনো রকম কোনো সাদৃশ্য থেকে থাকে, তা একান্তভাবে আকস্মিক এবং কাকতালীয়।]

দিনটা রবিবার, সময় সকাল আটটা। হাতে একটা প্রমাণ সাইজের ইলিশ মাছ বুলিয়ে নিয়ে আসছে অমর। মাছটা প্রায় এক কিলো একশো গ্রাম মতো ওজন হবে। টাটকা গঙ্গার ইলিশ মাছ।

অমর যার সামাজিক পরিচিতি ডঃ অমর মুখোপাধ্যায় নামে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাশ করেছে দু বছর পূর্বে। বর্তমানে সে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রেসিডেন্সিয়াল মেডিক্যাল অফিসার এবং একই সাথে রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত।

রাজা দ্বীনেন্দ্র স্ট্রিটের লাগোয়া গলির মধ্যে তার বাড়ি। বাড়িটা পৈতৃক, তার প্রপিতামহ নির্মাণ করে ছিলেন বাড়িটা। গলিতে ঢোকান মুখে দেখা হয়ে গেল প্রমথবাবুর সাথে। প্রমথবাবু তার পড়শি, ঠিক তাদের বিপরীত বাড়িতে থাকেন। 'বাবা অমর? মাছটা তো বেশ জব্বর কিনেছো? তা কতো নিল?'

— দশ টাকা প্রমথ কাকা।

— সে কি? তিন বছর দেশ স্বাধীন হলো অথচ দ্রব্য মূল্যের দাম আর কমে না। চলি বাবা, দেখি বাজারে গিয়ে, কিছু কেনার মতো অবশিষ্ট আছে কিনা।

দ্বিতল বাড়ি অমরের সদ্য সংস্কার করা হয়েছে।
বর্তমানের বাড়ির সদস্য বলতে অমর, তার মা অন্নপূর্ণা
দেবী, কাকা অবিনাশ মুখোপাধ্যায় যিনি ছিলেন পেশায়
পোস্ট-মাস্টার গত বছর অবসর নিয়েছেন চাকরি থেকে
এবং কাকিমা।

অমরের বাবা ছিলেন এ্যাডভোকেট, কলকাতা হাই
কোর্টে প্রাক্তিস করতেন, চার বছর হলো প্রয়াত হয়েছেন।
অমরের একমাত্র খুড়তুতো বোন ময়নার ছ-মাসও পূর্ণ হয়নি
বিবাহ হয়েছে। তার স্বশ্রবণ হাওড়ার রামরাজাতলায়।
ময়নার স্বামী রেনে চাকরি করে। [ক্রমশ]

শুভেচ্ছা বাণী

মৃণাল দত্ত

প্রতিদিন মোবাইলে অনেক অনেক শুভেচ্ছা
ভরে যায় আমার চেয়ার টেবিল
বিছানা ঘর বারান্দা
কেউ কেউ প্রভাতে নয়, সন্ধ্যা রাতে শুভরাত্রি জানায়।
সকাল সন্ধ্যা রাত্রিরে আপ্ত করে সুধিজন
অনন্ত ভালোবাসা তাদের
এমন এক সকালে প্রিয় নারী চলে গেছে
না শুভরাত্রি না শুভ সকাল।
আমার ঘরদোর বাসন পত্তর
তার ছোঁয়ায় আজো স্মৃতিময়
আমি এখানেই থাকি অভিমান নিয়ে। তথাপি
প্রতিদিন প্রতি রাত বকুল গন্ধী শুভেচ্ছা
আমাকে প্রফুল্ল রাখে।

৭.৪.৫ জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র



বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ঠিকানা : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন
পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা
১০টাকা (প্রতিবার)

- ১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক)
২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধ্যা ৬টা
- ২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল
অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা
- ৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল
মেডিসিন) বিকেল ৫টা
- ৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও
(গাইনোকলজিস্ট) সন্ধ্যা ৭টা
- ৫) ডঃ সৌম্য চাটার্জী - এম.ডি. (নিউরো-সাইকিয়া-
ট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টা
- ৬) শ্রীমতী হৃন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল
কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা
- ৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট)
সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধ্যা ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা)
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪